‘আওয়ামী লীগ ছাড়া ১৪ দলে লোক আছে ২৮ জন, এই জোট দিয়ে কিছু হবে না’

-এরশাদ

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : **বদরুল আলম নাবিল**

রংপুরের ‘ছাওয়াল’ এরশাদ। এক সময় রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। এখন তার সেই ক্ষমতা নেই। ১৯৯১ সালে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তারপর দুর্নীতির দায়ে একের পর এক মামলা, টানা ৫ বছর জেলবাস, দলে ভাঙন, পাল্টা ভাঙন এবং একের পর এক নারী কেলেঙ্কারিতে বিধ্বস্ত তিনি। তবুও বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো তুরুপের তাস। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলই তাদের নেতৃত্বাধীন জোটে এরশাদকে পেতে ভীষণ আগ্রহী। কিন্তু জোটভুক্ত অন্য দলগুলোর হুমকির কারণে নিতে পারছে না। তাকে বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার না ২০০১ সালের মতো জোট ভেঙে বেরিয়ে যায়। এত দিন বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে একক জনপ্রিয়তা ছিল তার। তবে সর্বশেষ বিদিশা কেলেঙ্কারিতে তার ইমেজে ধস নেমেছে সেখানেও। তারপরও বৃহত্তর রংপুরে না হলেও রংপুরের সাধারণ মানুষ ‘হামক ছাওয়াল’ বলে এরশাদকেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যদিও সেই সমর্থন ক্রমশ কমে আসছে। তবে বিএনপির ওপর রংপুরবাসীর বিরক্তি আরো বেশি। তাদের অভিযোগ, রংপুরের নামে তেমন কোনো প্রকল্প বরাদ্দ দিচ্ছে না বর্তমান সরকার। দু-একটি যা মাঝেমধ্যে বরাদ্ধ হয়েছে, পরে তা কেটে নিয়ে গেছে বগুড়ায়।

> জামায়াতকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা দেয়াটা বিএনপির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে, আমার জন্য ক্ষতিকর হয়েছে, দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। তারা খুব সংগঠিত হয়ে গেছে। গ্রাম পর্যায়ে কৃষি, ব্লক সুপারভাইজার সব জামায়াতি করে ফেলেছে। তাদের এখন অনেক টাকা, ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ব্যাংক। তারা একেবারে জেঁকে বসেছে। তারা আশা করছে, আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে ক্ষমতায় আসবে...

গত ২৮ অক্টোবর দুই দিনের সফরে এরশাদ গিয়েছিলেন রংপুরে। নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে, তাই ঈদের আগে এলাকাবাসীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল তার এই সফরের উদ্দেশ্য। তার রংপুরের বাসভবনে গিয়ে দেখা গেল গেটের বাইরে গাড়ির বহর, তবে তারচেয়ে অনেক লম্বা মানুষের লাইন। গেটের বাইরে যারা আছে, অবয়ব দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা মঙ্গাপীড়িত রংপুরের দরিদ্র মানুষ। এসেছে সাহয্যের আশায়। ভেতরে দেখা গেল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ঘিরে আছেন তাকে। পরের দিন সকাল ৮টায় আমরা আবার গেলাম সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য। সাহায্যপ্রার্থী মানুষের ভিড় আরো বেড়েছে। দেয়াল টপকে কেউ কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। পুলিশ লাঠিপেটা করে নামিয়ে দিচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নির্ধারিত সময়ে তৈরি হয়ে লনে বসে আছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হলো। তিনি খোলামেলা কথা বলেছেন চলমান রাজনীতি, আসন্ন নির্বাচন, জোট-মহাজোট, মঙ্গা ও রংপুরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ কী?

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ : কয়েক দিন আগে এক আমেরিকান আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের এখানে এসব কী হচ্ছে? নন কো-অপারেশনের রাজনীতি। একদল ক্ষমতায় গেলে আরেক দল সংসদে যায় না। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এসেছিলেন, তিনিও একই রকম বলেছিলেন। আমি একটা কথা বলি, এই দুই মহিলা যদি চলে যায়, তবে দেশের রাজনীতি সুস্থ ধারায় চলে আসবে। তারা থাকলে হবে

না। এবার যদি আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে, তবে বিএনপি সংসদে যাবে না। এটা একটা কালচার হয়ে গেছে।

২০০০ : এরা চলে গেলে যে জেনারেশন আসবে তারা ভালো করবে, তার লক্ষণ কী দেখছেন?

এরশাদ : বিএনপিতে এর মধ্যেই নতুন প্রজন্ম চলে এসেছে। কিন্তু তারা কী করছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। সম্প্রতি আমি দুবাই গেছি, সকালে টেলিভিশনটা খুললাম, বিবিসি নিউজ, নিচে হেড লাইন ‘Chad

and Bangladesh is most corrupt country in the world.' মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আগে নাইজেরিয়া ছিল আমাদের সঙ্গে। এখন তারা চলে গেছে, চাদ এসেছে। আর আমরা এক নম্বরেই আছি।

২০০০ : দুর্নীতির অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধেও আছে।

এরশাদ : ওসব রাজনৈতিকভাবে আমাকে ক্ষতি করার জন্য। গ্রামগঞ্জের মানুষকে জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার সময়ই বেশি ভালো ছিল- এ কথা বলবে।

২০০০ : রাজনীতিকদের কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষ রাজনীতি থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এরশাদ : বড় দুটি দলের কারণে মূলত এটা হচ্ছে। এদের রাজনীতি সংঘাতের রাজনীতি হয়ে গেছে। রাজনীতিতে সংলাপ হয়। একটা সমস্যা হলে সবাই মিলে একটা ডায়লগ হয়, তারপর সমঝোতাও হয়। কিন্তু এখানে কোনো সংলাপ নেই, সমঝোতা নেই।

সংসদের শেষ দিনে আমাকে নির্বাচন থেকে বঞ্চিত করা হলো, নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। আমি নির্বাচন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। এছাড়া সিলেট, লালমণিরহাটের পাটগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুরে নির্বাচন করারও ইচ্ছা আছে। এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে রংপুরের এই আসনে,পাটগ্রাম ও সিলেটে নির্বাচন করবোই...

২০০০ : নানামুখী জোট-মহাজোট করার চেষ্টা চলছে, এতে আপনার অবস্থান কোথায়?

এরশাদ : আওয়ামী লীগ একটা জোট করেছে ১৪ দল নিয়ে। ১৪ দলে লোক আছে চৌদ্দ দুই গুণে ২৮ জন। সিট একটাও নেই। এই জোটের কোনো মানে নেই। তারা বসে আছে, আমি যদি যাই তবে একটা কিছু হবে। ইনু সাহেবরা প্রতিদিন চিৎকার করে, এরশাদকে নিলে তারা জোটে থাকবে না। আসন নেই একটাও, প্রতিদিন চিৎকার করে এরশাদকে নেয়া যাবে না। এই জোট-মহাজোট দিয়ে কিছু হবে না। আসল হলো বিএনপি আর আওয়ামী লীগ। বিএনপির একটা সুবিধা আছে, জামায়াত আছে তাদের সঙ্গে। তাদের একটা শক্ত ভিত্তি আছে। জামায়াতের আসন নেই কিন্তু ভোটার আছে। তাদের আসন ২-৩টি, এবার বিএনপির সঙ্গে আসায় বেশি পেয়েছে। পরবর্তী নির্বাচনেও বিএনপির সঙ্গে থাকলে তারা আসন পাবে বেশি।

কিন্তু জামায়াতকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা দেয়াটা বিএনপির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে, আমার জন্য ক্ষতিকর হয়েছে, দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। তারা খুব সংগঠিত হয়ে গেছে। গ্রাম পর্যায়ে কৃষি, ব্লক সুপারভাইজার সব জামায়াতি করে ফেলেছে। তাদের এখন অনেক টাকা, ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ব্যাংক। তারা একেবারে জেঁকে বসেছে। তাদের সরানো কঠিন হবে। তারা আশা করছে, আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে ক্ষমতায় আসবে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার দুর্নাম ওদের গায়ে লাগেনি। বলে, সরকারে বিএনপি, দুর্নামও বিএনপির। ভেতরে ভেতরে তারা এগোচ্ছে।

বিএনপি শেষ পর্যন্ত কী করবে জানি না। আওয়ামী লীগ একবার বলে নির্বাচন করবো, আবার বলে করবো না। তারা যদি নির্বাচন নাও করে, আমাদের করতে হবে। নির্বাচন হবে কি না, সংসদ টিকবে কি না, নানা অনিশ্চয়তা আছে।

২০০০ : আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না?

এরশাদ : সম্ভাবনা তো অনেক কিছুই আছে। আমার দলের জন্য যেটা ভালো হয় সেটাই করবো।

২০০০ : গত নির্বাচনের মতো আলাদা জোট করবেন?

এরশাদ : না, জোট কাকে নিয়ে করবো? কে আছে? যাকে নেব লাইভলিটি হয়ে যাবে। তাকে টাকা-পয়সা দিতে হবে। আসন দিতে হবে।

২০০০ : আপনি পরবর্তী নির্বাচনে কোন কোন আসনে প্রার্থী হবেন?

এরশাদ : রংপুরের আসনটা আমার। গতবার আমাকে নির্বাচন করতে দেয়া হলো না। সংসদের শেষ দিনে আমাকে নির্বাচন থেকে বঞ্চিত করা হলো, নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। নির্বাচনা করতে না পারায় এই আসনটি আমার ভাইকে দিয়েছিলাম। সে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল। আমার ভাইকে তারা ভোট দেয়নি, ভোট আমাকে দিয়েছিল। এবার এখান থেকে ইনশাআল্লাহ দাঁড়াবো আমি। আমি নির্বাচন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। এছাড়া সিলেট, লালমণিরহাটের পাটগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুরে নির্বাচন করারও ইচ্ছা আছে। এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে রংপুরের এই আসনে,পাটগ্রাম ও সিলেটে নির্বাচন করবোই।

২০০০ : রংপুরের ছেলে আপনি। ৯ বছর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, রংপুরের জন্য আপনি তেমন কিছু করতে পারেননি- এমন কথা রংপুরের অনেকে আমাদের বলেছে। এখানে প্রতিবছর মঙ্গা হয়, না খেতে পেরে মানুষ মারাও যা"Q|

এরশাদ : আমি যখন ৯ বছর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলাম, রংপুরকে আলাদাভাবে দেখিনি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে সব অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছি। রংপুরের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। রংপুরের যমুনা সেতু করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এই সেতু না হলে এতো সুন্দর রাস্তাঘাট হতো না। উপজেলা না হলে গ্রামগঞ্জে রাস্তাঘাট হতো না। এতো স্কুল, কালভার্ট হতো না। উন্নতি তো অনেক হয়েছে। তবে যেহেতু গ্যাস নেই, তাই শিল্পকারখানা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, কর্মসংস্থান হয়নি। এখন যদি গ্যাস আসে, শিল্পকারখানা হয়, কর্মসংস্থান হয়, তবে আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবো।

এখানকার মানুষ কৃষিনির্ভর। যদি বন্যা বা কোনো কারণে ঠিকমতো ফসল না হয়, নষ্ট হয়, মানুষের অনেক কষ্ট হয়, অনাহারে থাকে; সেই কারণে যমুনা সেতু তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। সেতুও হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই ছিল, এখানে গ্যাস আসবে এবং আমরা এখানে শিল্প গড়ে তুলবো। সেই স্বপ্ন এখনো সফল হয়নি। যমুনা সেতু হলো, গ্যাস এল না। মানুষ এখনো কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিছুদিন আগে বন্যা হয়ে গেল। ফসল নষ্ট হয়েছে, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন তাদের সরকারের কাছে হাতপাতা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমরা হাত পাততে চাই না। নিজের পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকতে চাই। সেই সুযোগ আমরা সৃষ্টি করে দিতে পারিনি। আসল কথা হলো, গ্যাস যদি না আসে, ফার্নেস অয়েল দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি করে আমরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবো না। এখন যদি গ্যাস আসে, শিল্পকারখানা হয়, মানুষের কর্মসংস্থান হয়, তবে মঙ্গার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো।

রংপুরের সন্তান হিসেবে আমি গর্বিত। কারমাইকেল কলেজে পড়াশোনা করেছি। তৎকালীন কারমাইকেল কলেজকে বলা হতো উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রিমিয়ার কলেজ। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো, কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করতে পারিনি। আবার যদি সে সুযোগ আসে, সেটা আমি করবো। রংপুরের একটা ঐতিহ্য আছে, আমরা সাংস্কৃতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ। ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি এখানে। ভাওয়াইয়া বাংলাদেশের এক অনন্য সম্পদ।